দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 NOV 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা নীতিতে সুপারিশ

শিক্ষক নিয়োগের জন্য কমিশন স্বাস্থ্য শিক্ষার পৃথক ভার্সিটি

চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে অঞ্জন কুমার সেন ঃ প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মতো একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাহী কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং চিকিৎসা শিক্ষাসহ স্বাস্থ্যসেবাকে পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নকল্পে গঠিত ছয় সদস্যের বাস্তবায়ন ও ব্যয় নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক গত সপ্তাহে দেয়া এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়।

প্রতিবেদনে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অতিরিক্ত ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে ২০১০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার সুপারিশ রাখা হয়।

ছ' সদস্যের কমিটির রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা হওয়ার পর এ নিয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে এখন আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। গত বছরের ১৭ই জানুয়ারি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া শিক্ষানীতি মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার্থে উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে বাস্তবায়ন ও ব্যয় নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিভিন্ন মতামত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাস্তবায়ন উপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৮-এর খসড়া সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে পেশ করে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ৮ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু, মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ে গ্রেড পদ্ধতি চালু, আন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে প্রমোশন নির্ধারণ, দ্বাদশ শ্রেণীশেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছ'বছর মেয়াদি, ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর মেয়াদি ও ২০১০ সালের মধ্যে ৮ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাস্তর নির্ধারণ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ৪০ নির্ধারণ করতে বলা হয়। শিক্ষানীতিতে ছাত্রছাত্রীদের সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে ভর্তি করে প্রথম ছয় মাস প্রাক-প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে চালু করার জন্য সুপারিশ রাখা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছর মেয়াদি করতে বলা হয়েছে। বর্তমানের উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণী সংযোজন এবং মাধ্যমিক স্তরে ১ঃ৪০ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত করতে বলা হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ জাতীয় সুপারিশ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

সুপারিশ ঃ শিক্ষা নীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) দক্ষতা মান ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তর থেকে তিন পর্যায়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের অনুপাত বলা হয় ১ঃ ১২।

মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করে এবতেদায়ী আট বছর, দাখিল দুই বছর, আলীম দুই, ফাজিল তিন বা চার, কামিল দুই বা এক বছর করার প্রস্তাব রাখা হয়।

উচ্চ শিক্ষা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স রাখার প্রস্তাব দেয়া হয়। যথাযথ সুযোগ তৈরিতে সক্ষম কলেজগুলোতে চার বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স ও এক বা দুই বছরের মাস্টার্স কোর্স রাখা হবে। অন্য কলেজগুলোতে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু রাখা হবে।

প্রকৌশল শিক্ষা ঃ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ও সূচি আধুনিক এবং যুগোপযুগী করার জন্য হাল নাগাদ করা এবং শিল্প কারখানা, কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষা শিক্ষার সুপারিশ রাখা হয়।

চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অব্যাহত রাখার জন্য বলা হয়। তবে একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিক্যাল কলেজগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত। নার্সিং শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে নার্সিং কলেজগুলোতে এমএসসি কোর্স চালুর সুপারিশ আনা হয়েছে।

কৃষি শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স চালুর সুপারিশ করা হয়েছে এবং যথাসম্ভব মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলায় সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্তমান ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। পঞ্চম শ্রেণীশেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণীশেষে জেলাভিত্তিক পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। দশম শ্রেণীশেষে বৃত্তি পরীক্ষা হবে। একাদশ শ্রেণীতে প্রমোশন আন্তঃপরীক্ষা মাধ্যমে হবে। দ্বাদশ শ্রেণীশেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মাধ্যমিকের ফলাফল নির্ণয়ে গ্রেড পদ্ধতি চালু করা হবে।